জয় এক অর্জন অনেক

আশরাফুল, আফতাব, শাহরিয়ার। আগামী দিনের ক্রিকেটে একেকটি জ্বলন্ত সম্ভাবনার নাম। পাইলট, গুল্লু এবং সুমনরা এখন অনেক বেশি পরিণত। অনেক বেশি পরীক্ষিত মাশরাফি। বাংলাদেশ আর দুর্বল প্রতিপক্ষ নেই। বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে ক্রিকেটবিশ্বের নতুন আতঙ্কের নাম বাংলাদেশ। এ দেশের জয় ক্রিকেটের জন্য কোনো অঘটন নয়। লড়াকু বাংলাদেশের সফল পারফরমেন্সের সুফল। একটি মাত্র সিরিজের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেটের এতসব অর্জন। আর সেই সিরিজটি সদ্য শেষ হওয়া বাংলাদেশের ইংল্যান্ড সফর... লিখেছেন **মহিউদ্দিন নিলয়**

বাংলাদেশ ক্রিকেট দল এখন দেশে। ইংল্যান্ডে দীর্ঘ সময়ের সফর শেষে তারা বিশ্রামে আছেন। তাদের এ বিশ্রাম অতীতের যেকোনো সফরের চেয়ে সুখকর। কারণ তারা নিজেদের পাশাপাশি গোটা জাতিকে বিশ্রাম দিয়েছেন। বাংলাদেশের ক্রিকেট নিয়ে নিয়মিত বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য, টেস্ট স্ট্যাটাস বাতিলের হুমকি ইত্যাদি বিষয় থেকে মুক্তি পেয়েছে এ দেশের ক্রিকেটমোদীরা। তারাও এখন বিশ্রাম পেয়েছেন।

ইংল্যান্ড সফরের আগে কিছু সুখস্মৃতি নিয়েই দেশ ছাড়ে ক্রিকেট দল। '৯৯-এর বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের মাটিতে পাকিস্তানকে হারায় বাংলাদেশ। তাছাড়া সর্বশেষ সিরিজগুলোতে ছিল বাংলাদেশের উত্থানের ইঙ্গিত। ভারতের বিরুদ্ধে জয়, জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে টেস্ট জয়। ওয়ানডে সিরিজ জয়-সবই ছিল ভালো করার অনুপ্রেরণা। কিন্তু শুরুটা একদমই ভালো হয়নি। প্র্যাকটিস ম্যাচে শোচনীয় হার কিছুটা বিধ্বস্ত করে দেয় বাংলাদেশকে। ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা ছিল প্রাণপণ। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট, ক্রিকেটের জন্মভূমি লর্ডসে অভিষেক ঘটে পুরো বাংলাদেশ দলের। পারফরমেন্স সেই পুরনো বাংলাদেশের। ইনিংস এবং দুশোর বেশি রানের ব্যবধানে পরাজিত হয় তারা। ব্রিটিশ মিডিয়া যাচ্ছেতাইভাবে বিষোদগার করে বাংলাদেশের ক্রিকেট নিয়ে। দ্বিতীয় টেস্টের পরিণতি প্রায় একই। ইনিংস এবং ২২ রানের ব্যবধানে হেরেছে। আগের ম্যাচের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম শোচনীয় হার। তবে ম্যাচে বাংলাদেশের দ্বিতীয় ইনিংসে করা ২৯২ রান ছিল ওয়ানডে ভালো করার ইঙ্গিত।

ওয়ানডেতে একের পর এক শট খেলে ঝড় তুলছেন আশরাফুল

সেই ইঙ্গিতের বাস্তবায়ন দেখা যায়নি ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে। বরং ইংল্যান্ডের কাছে ১০ উইকেটে হেরে যায় বাংলাদেশ। হতাশা দেখা দেয় সবার মাঝে। শোচনীয় পরাজয়ের পুনরাবৃত্তি কে-ই বা মেনে নিতে চায়! দ্বিতীয় ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দেখা যায় বাংলাদেশের ভিন্ন এক রূপ। টসে জিতে নিতান্ত ব্যাটিং প্র্যাকটিসের জন্য ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় পন্টিং। মাশরাফি-তাপস-নাজমুলদের বোলিং দৃঢ়তায় ২৪৯ রানে আটকে যায় অস্ট্রেলিয়া। বাংলাদেশের পেস্ আক্রমণের মুখে বিধ্বংসী অস্ট্রেলিয়াকে অনেক নিরীহ মনে হয়। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জয়ের জন্য এ রান অস্ট্রেলিয়ার যথেষ্ট বলে মনে করেছেন সবাই। কেননা, বোলিং ভালো হলে ব্যাটিং খারাপ করে বাংলাদেশ। ধারাবাহিকতার প্রচণ্ড অভাব খেলোয়াড়দের মধ্যে। কিন্তু ঐদিন সব বদলে গেলো। অভিষেক টেস্টে সেঞ্চুরি করা মোহাম্মদ আশরাফুল যেন ছন্দ খুঁজে পেলেন। অস্ট্রেলিয়ান বোলারদের তুলোধুনো করে তার প্রথম এবং বাংলাদেশের পক্ষে দ্বিতীয় সেঞ্চুরিটি পূর্ণ করলেন ১০০ বলে। আশরাফুল-সুমনের জুটি কালো ছায়া ফেলে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটারদের চোখে-মুখে। এরপর আফতাবের দর্শনীয় ছক্কা বাংলাদেশের জয় নিশ্চিত করে।

টেস্ট সিরিজ

ব্যাটিং এবং ফিল্ডিং

নাম	ম্যাচ	ইনিংস	নটআউট	রান	সঃস্কোর	গড়	স্ট্রাঃরেট	১০০	৫০	ক্যাচ
আফতাব আহমদ	২	৪	১	১৪০	৮২*	৪৬.৬৬	৮৭.৫০	-	১	-
জাভেদ ওমর	২	৪	০	১৫৫	৭১	৩৮.৭৫	৫২.৫৪	-	১	-
খালেদ মাসুদ	২	৪	০	৯৭	৪৪	২৪.২৫	৩৭.৫৯	-	-	৩
হাবিবুল বাশার	২	৪	০	৮৮	৬৩	২২.০০	১০৮.৬৪	-	১	-

বোলিং

নাম	ম্যাচ	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়	সেঃবোলিং	স্ট্রাঃরেট	ইকোনমি
মাশরাফি বিন মোর্তুজা	২	৫১	১০	১৯৮	৪	৪৯.৫০	২-৯১	৭৬.৫	৩.৮৮
আফতাব আহমেদ	২	১৬	১	১০১	১	১০১.০০	১-৫৬	৯৬.০	৬.৩১
মোহাম্মদ রফিক	২	৫৯	৩	২৫৭	১	২৫৭.০০	১-১৫০	৩৫৪.০	৪.৩৫

বাঁ হাতি ওপেনারের দুঃখ ঘোচালেন শাহরিয়ার নাফিস

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের অবিস্মরণীয় জয় গোটা দেশকে উজ্জীবিত করে তোলে। ক্রিকেটবিশ্ব তোলপাড় হয়ে যায়। অঘটন অঘটন বলে সরব হয়ে ওঠে ব্রিটিশ মিডিয়া। বাংলাদেশের ক্রিকেটের প্রশংসায় সারা বিশ্বের মিডিয়া সংবাদ পরিবেশন করে। এর পরের ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেও ঝলসে ওঠে বাংলাদেশ। মাত্র ৫২ বলে ৯৪ রানের এক ঝড়ো ইনিংস খেলেন আশরাফুল। ইংল্যান্ডের বোলারদের চোখে সরষেফুল দেখার মতো অবস্থা। পুরো সিরিজে ম্যাচ জয়ের দ্বিতীয় কোনো আনন্দ পায়নি বাংলাদেশ, কিন্তু লড়াকু মেজাজ দেখা গেছে সবক'টি ম্যাচে। বাংলাদেশকে দুর্বল ভাবার সুযোগ পায়নি প্রতিপক্ষ। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে দ্বিতীয় ম্যাচে ব্যর্থ হলেও শেষ ম্যাচে জমে ওঠে লড়াই। টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে বিপর্যয়ের মুখে পড়ে বাংলাদেশ। কিন্তু শাহরিয়ার নাফিস এবং খালেদ মাসুদের দৃঢ়তায় ২৫০ রানের লড়াকু স্কোর গড়ে বাংলাদেশ। শেষ পর্যন্ত লড়ে জিততে হয় অস্ট্রেলিয়াকে। ম্যাচ শেষে সেরা পারফরমারের পুরস্কারটি চলে আসে বাংলাদেশের ঘরে। শাহরিয়ার নাফিসের করা ৭৫ রানের ইনিংসটি তাকে করে দেয় ম্যান অব দ্য ম্যাচ। পুরো সিরিজ শেষে বাংলাদেশের জয় মাত্র ১টি কিন্তু অর্জন অনেক।

মোহাম্মদ আশরাফুল। বাংলাদেশ দলের সর্বাপেক্ষা প্রতিভাবান খেলোয়াড়। ধারাবাহিকতার অভাব তার নিয়মিত। হঠাৎ হঠাৎ জ্বলে উঠে চুপসে যান। কিন্তু এ সিরিজে পরপর তিন ম্যাচে ১০০, ৯৪ এবং ৫৮ তার ধারাবাহিক দক্ষতার পরিচয় দেয়। এক আশরাফুল বাংলাদেশকে দিতে পারেন অনেক। এ বিষয়টি সিরিজের মধ্য দিয়ে পরিষ্কার হয়ে যায়।

অনেক দিন ধরে ওপেনিং ব্যাটসম্যানের সমস্যায় ভুগছে বাংলাদেশ। আর বাঁহাতি ব্যাটসম্যান অনেকটা স্বপ্নের মতো ব্যাপার। দীর্ঘদিনের ঘাটতি এবং খেদ দূর হয়েছে এ সিরিজে। শাহরিয়ার নাফিস তার প্রতিভার ঝলক দেখিয়েছেন। প্রথম দু'ম্যাচে রান পাননি। তারপরও দল তার ওপর আস্থা রেখেছে। সেই আস্থার প্রতিফলন ঘটেছে পরের দু'ম্যাচে। ৪৭ এবং ৭৫ দুটি দুর্দান্ত ইনিংস তাকে নিয়ে এসেছে আলোচনায়। বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের যথার্থ ওপেনার হওয়ার যোগ্যতা তিনি দেখিয়েছেন। এখন এগিয়ে যাওয়ার পালা।

আফতাব আহমেদ। দলে তার প্রতিভা পরীক্ষিত। টেস্ট এবং ওয়ানডে দুই সিরিজেই পারফর্ম করেছেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জয়ী ম্যাচের শেষ ওভারের প্রথম বলে ছক্কা এখন ক্রিকেটের ইতিহাস। হাওয়ায় ভাসানো সেই ছক্কা আনন্দে ভাসিয়েছে বাংলাদেশকে। ওয়ানডে এবং টেস্ট মিলিয়ে দুটো ফিফ্‌টি পেয়েছেন তিনি।

জাভেদ ওমর বেলিম গুল্লু। বাংলাদেশ দলের 'মিঃ ওয়াল' বলা যায় তাকেই। পুরো সিরিজেই তিনি ধারাবাহিকতার মধ্যে ছিলেন। টেস্ট সিরিজ শেষে যৌথভাবে পেয়েছেন ম্যান অব দ্য সিরিজের পুরস্কার। ওয়ানডেতেও দেখিয়েছেন তার ব্যাটিং দৃঢ়তা। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক ম্যাচে একাই খেলেছেন। ১৫০ বল খেলে করেছেন ৮১ রান। বাংলাদেশ দলে একমাত্র গুল্লুর রয়েছে ৫০ ওভার ব্যাট করে

ইংল্যান্ড সফরেও ভালো করেছেন মাশরাফি

ও য়া ন ডে সি রি জ

ব্যা টি ং এ ব ং ফি ল্ডি ং

নাম	ম্যাচ	ইনিংস	নটআঃ	রান	সঃস্কোর	গড়	স্ট্রাঃরেট	১০০	৫০	ক্যাচ
মোহাম্মদ আশরাফুল	৬	৬	০	২৫৯	১০০	৪৩.১৬	১০৫.৭১	১	২	-
খালেদ মাসুদ	৬	৫	২	১২৬	৭১*	৪২.০০	৬৯.২৩	-	১	৩
শাহরিয়ার নাফিস	৪	৪	০	১৪৩	৭৫	৩৫.৭৫	৬৬.২০	-	১	১
জাভেদ ওমর	৬	৬	০	১৭৫	৮১	২৯.১৬	৪৯.১৫	-	২	-

বো লি ং

নাম	ম্যাচ	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়	সেঃবোলিং	স্ট্রাঃরেট	ইকোনমি
মাশরাফি বিন মোর্তুজা	৬	৫০	৩	২৬১	৩	৮৭.০০	২-৪৪	১০০.০	৫.২২
মোহাম্মদ রফিক	৬	৫২	১	২৬৬	২	১৩৩.০০	২-৪৪	১৫৬.০	৫.১১

জাভেদ পুরো সিরিজে ছিলেন ধারাবাহিকতার মধ্যে

নটআউট থাকার রেকর্ড। সেই গুল্লু এই সিরিজেও উইকেট আগলে রেখে রক্ষা করেছেন বাংলাদেশকে।

খালেদ মাসুদ পাইলট। যথার্থ 'ক্রাইসিসম্যান'। দলের বিপদে যার ওপর আস্থা রাখা যায় অনেকটা নিশ্চিন্তে। উইকেটের পেছনে দাঁড়িয়ে পুরো দলকে উৎসাহ যোগান তিনি। আর ব্যাটিং বিপর্যয়ে তিনিই হয়ে যান ত্রাণকর্তা। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে ৭১ রানে নটআউট থেকে যে ইনিংসটি খেলেছেন, তা সহজেই প্রমাণ করে কত বড় মাপের খেলোয়াড় তিনি। তার আগের ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৪৩ বলে ৪৩ রানের ইনিংস খেলেন পাইলট।

হাবিবুল বাশার সুমন। বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক। সবচেয়ে বেশি রান সংগ্রাহক। সিরিজে বড় কোনো ইনিংস খেলতে পারেননি তিনি। তবে সব ম্যাচেই মোটামুটি রান পেয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জয়ে আশরাফুলের সঙ্গে পার্টনারশিপ গড়ে রেখেছেন অধিনায়কোচিত ভূমিকা।

মাশরাফি বিন মোর্তুজা। বাংলাদেশ দলের দ্রুতগতির পেসার। অতীতের মতো এ সিরিজেও তিনি ছিলেন উজ্জ্বল। প্রতি ম্যাচেই ব্যাটসম্যানদের কাছ থেকে সমীহ আদায় করেছেন। ইংল্যান্ড সফরে আর কোনো বোলার ধারাবাহিকতা দেখাতে পারেননি। মাশরাফি প্রতি ম্যাচেই প্রতিপক্ষের জন্য ছিলেন আতঙ্ক। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জয় পাওয়া ম্যাচে প্রথমেই গিলক্রিস্টকে আউট করে ব্রেক থ্রু এনে দেন তিনি। প্রথম ৬ ওভারে

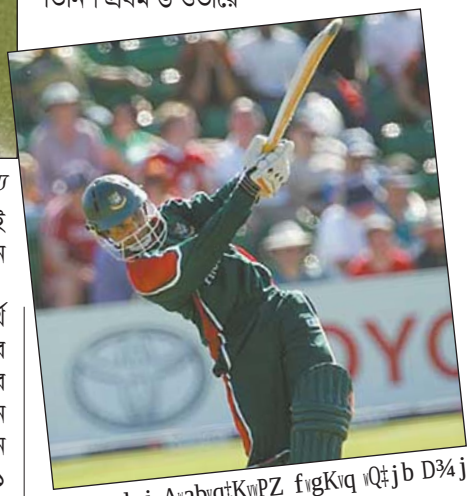

nweej evkvi Avabvq‡KwPZ fvgKvq vQ‡jb D¾j

৫ রান দিয়ে যে চাপ তৈরি করেছিলেন তা অস্ট্রেলিয়ার রানের গতি থামিয়ে দেয়। বাংলাদেশের জয়ের পেছনে তার চমৎকার বোলিং স্পেল রাখে বড় ভূমিকা।

সিরিজ শুরুর আগের কথা। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টস জিতলেই ব্যাটিং। এ রকম সিদ্ধান্ত পাকাপোক্ত করে রেখেছিলেন পন্টিং। কারণ পরে ব্যাট করলে রান করার সুযোগ হয় কম। প্রথম ম্যাচে টস জিতে তাই করেছিলেন। কিন্তু পরের দু'ম্যাচে টস হেরে নিয়েছেন ফিল্ডিং। এর কারণ বোলিং বা ফিল্ডিং প্র্যাকটিস নয়, বাংলাদেশের কাছে হেরে যাওয়ার ভয়।

ইংল্যান্ড সফরেও ভালো করেছেন মাশরাফি

কেননা, প্রথম ম্যাচে মুখস্থ ব্যাটিং নেয়া পন্টিংয়ের দল হেরে যায় বাংলাদেশের কাছে। সে ঘটনার পুনরাবৃত্তির আশঙ্কায় সিদ্ধান্ত বদলে ফেলেন পন্টিং। বাংলাদেশকে নিয়ে হেয় করার দিন শেষ। বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ এখন আর একতরফা লড়াই নয়। বরং সেয়ানে সেয়ানে লড়াই। বাংলাদেশের ম্যাচ মানেই তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। ক্রিকেট বিশ্বের পরাশক্তি অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে বাংলাদেশ জানান দিয়েছে তাদের শক্তির কথা। ইংল্যান্ড সফরে বাংলাদেশের অর্জনগুলো এ দেশের ক্রিকেটকে নিয়ে যাবে বহুদূর। টেস্ট স্ট্যাটাস নিয়ে শঙ্কার দিন শেষ। এবার জয়ের পাল্লা ভারী করার পালা। হয়তো সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজ জিতবে বাংলাদেশ।